49

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 25 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6 ...

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এডিবি ঋণ

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ১০ কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এই ঋণে ৬০ লাখ ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হবে। ব্যাংক বলেছে, ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে এই ঋণ ব্যবহার করা যাবে। দেশের জন্য বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন তৎপরতার ক্ষেত্রে এটি একটি সুখবর তাতে সন্দেহ নেই। বর্ণিত ক্ষেত্রে যথাযথভাবে এই ঋণের অর্থ ব্যয় হলে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়। জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে— সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। এটা নতুন করে ব্যাখ্যা করার অবকাশ রাখে না। প্রাথমিক শিক্ষা আসলে বুনিয়াদী শিক্ষা। এই শিক্ষা সমাপন করেই শিক্ষার্থী, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ করে থাকে। শিক্ষা মৌলিক মানবিক অধিকার এবং এই অধিকারের সূত্রপাত হয়ে থাকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে। আমরা যদি সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে চাই, জাতিকে একটি শিক্ষিত-সচেতন জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে চাই, তবে সব শিশু-নাগরিকের জন্য অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করতে হবে। দুঃখজনক হলেও স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার ৩৫ শতাংশের ওপরে নয়। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশই অক্ষর জ্ঞানহীন। এত বিপুলসংখ্যক নিরক্ষর যে সমাজে ও রাষ্ট্রে থাকে সে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও বিকাশ-আকাংক্ষা পূর্ণ হতে পারে না। শিক্ষা হলো আলো, যা জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ দান করে থাকে। কাজেই কোনো জাতিকে অগ্রসর হতে হলে, অগ্রগতি অর্জন করতে হলে অবশ্যই তার প্রতিটি সদস্যকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হলো এই শিক্ষিত হয়ে ওঠার প্রাথমিক সোপান। প্রাথমিক শিক্ষা এ কারণেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবীদার। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ কারণেই প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই সঙ্গে সকল শিশু যাতে নিশ্চিতভাবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে পারে, সেজন্য সহায়তামূলক বিভিন্ন কর্মসূচীও নেয়া হয়েছে। অবশ্য তারপরও দেখা যাচ্ছে, লক্ষ্য যথাযথভাবে অর্জিত হচ্ছে না। সব শিশু প্রাথমিক শিক্ষালয়ে যেতে পারছে না। যারা যাচ্ছে তাদেরও একটা বড় অংশ শিক্ষা শেষ না করেই ফিরে আসছে। এই পরিস্থিতির পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ দেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। গৃহহীন, ভূমিহীন মানুষের সংখ্যাও কম নয়। এই শ্রেণীর মানুষের পক্ষে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। পাঠালেও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। দারিদ্র্য বিমোচন এবং সকলের জন্য ভূমি ও বাসগৃহের নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব হলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারটি অনেকটাই নিশ্চিত হতে পারতো। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতার অভাবও এজন্য কম দায়ী নয়। দরিদ্র জনশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার ব্যাপারে একটা নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। এই মনোভাব দূরীভূত করা গেলে অধিক সুফল পাওয়া সম্ভব হতো। তৃতীয়তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বাধা হিসাবে চিহ্নিত। লোকসংখ্যা ও শিক্ষার্থীর অনুপাতে আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। কিছু বিদ্যালয় সরকার পরিচালনা করে। কিছু পরিচালিত হয় বেসরকারী ব্যবস্থাপনায়। সরকারের একার পক্ষে দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সম্ভব নয় বলে মনে করা হয়। এ ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকে যথাযথ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা সরকারী তরফ থেকে দেয়া হলে লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত হতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারী ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে। এমন হাজার হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যারা ন্যূনতম সরকারী সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পায় না। এদের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া গেলে আরও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হতে পারতো। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ভবন না থাকার সমস্যার কথা অনেকে বলে থাকেন। বস্তুত এটা কোনো সমস্যাই নয়। দেশে হাজার হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসা আছে, মসজিদ আছে, আছে আরও বিভিন্ন রকমের প্রতিষ্ঠান ও তাদের ভবন। এগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সহজেই কাজে লাগানো যায়। এজন্য প্রয়োজন যথার্থ উদ্যোগ, পরিকল্পনা, ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা। সকল শিশুর জন্য দ্রুততম সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধানে সরকার এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে দেখতে পারে। প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। তাহলো ঃ সরকার প্রাথমিক শিক্ষা খাতে প্রতিবছরই বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ঋণ ও সাহায্য হিসাবেও এ খাতে অর্থ আসছে। এসব অর্থ যাতে নির্ধারিত প্রকল্পে যথাযথভাবে ব্যয়িত হয় অবশ্যই তা নিশ্চিত করতে হবে।